কোরক

ভাগ - 2

শ্রেণি – II

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ ।

@ বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযান ঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে
নির্দেশক,

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপ নির্দেশক
  তিরহুত প্রমন্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** -- শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** -- শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** -- নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পান্ডেয়** -- কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** -- সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** -- প্রাচার্য,

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

ড০ গুরুচরণ সামন্ত
অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক বাংলা বিভাগ,
কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বি. এন. কলেজ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

ড০ বীথিকা সরকার
শিক্ষক, পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা,

সমীক্ষক

ড০ শুভ্রা গুপ্ত
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বি. আর. এ, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফ্ফরপুর

ড০ মায়া ভট্টাচার্য
ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান,
বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়,
পাটনা

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

সম্পাদকের ভূমিকা

কোরক, দ্বিতীয় ভাগ, মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার দ্বিতীয় পাঠ্য-পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে। এটি সাহিত্য পুস্তক নয়।

কোরক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম চরণে 'শোনা' তারপর 'বলা', পড়া ও লেখা। শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে। মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে। এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে। শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা। ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে। পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশে অনুশীলন যুক্ত পাঠ গুলির বাইরে ছয়টি কবিতা পরিবেশন করা হয়েছে। এগুলি পরীক্ষার আওতায় আসবে না। তবে এই কবিতাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয় ও শান্তিপুর কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই-এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই-এ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে-সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয়।

বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল। আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হোল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক ভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক, সৃজনশীল পরামর্শ অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করব।

কোথায় কী আছে

বিষয়			পৃষ্ঠা
1.	মনের মত বই	—	1 - 2
2.	খোকনের বিয়ে	—	3 - 4
3.	বোকা কুমিরের গল্প	—	5 - 7
4.	বাঁধ মেরামত	—	8 - 10
5.	রথের মেলা	—	11 - 12
6.	উৎসবের আয়োজন	—	13 - 15
7.	টাট্টু ঘোড়া	—	16 - 19
8.	অন্নদার বিপদ	—	20 - 23
9.	ঝড়	—	24 - 25
10.	হঠাৎ বিপত্তি	—	26 - 28
11.	হাতির দয়া	—	29 - 33
12.	ইচ্ছে করে	—	34 - 35
13.	নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন	—	36 - 39
14.	ফাল্গুন	—	40 - 42
15.	বাঘ শিকারের মজা	—	43 - 48
16.	চাঁদের টিপ	—	49 - 51

	বিষয়		পৃষ্ঠা
17.	গাছ আমাদের বন্ধু	—	52 - 57
18.	গল্প ভালো আমায় বলো	—	58 - 63
19.	এক সপ্তাহের ফসল	—	64 - 64
20.	হাঁস কার	—	65 - 68
21.	বর্ষ পঞ্জী	—	69 - 70
22.	সমাজ সেবক	—	71 - 73
23.	কবিতা গুচ্ছ	—	74 - 74
	(ক) উৎসব	—	75 - 75
	(খ) সরস্বতী	—	76 - 76
	(গ) দূরের পাল্লা	—	77 - 77
	(ঘ) সাত সকাল	—	78 - 78
	(ঙ) ভর দুপুরে	—	79 - 79
	(চ) ছাগল ছানা	—	80 - 80